সংবাদ

তারিখ 10.2.83
পৃষ্ঠা 7 কলাম 1

C17

শিক্ষাবর্ষ শুরুর দেড়মাস পরও ছাত্রদের হাতে বই পৌঁছেনি

জামালপুর, ১৫ই ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—সরকার ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং তৃতীয় শ্রেণীর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহের কথা থাকলেও জেলার অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এখনো পাঠ্যপুস্তক পায়নি। অথচ ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্যে সুস্পষ্ট সরকারী নির্দেশ রয়েছে।

চলতি শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার দেড় মাস পরেও পাঠ্যপুস্তক হাতে না পাওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা নিদারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

পক্ষান্তরে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক না পৌঁছুলেও স্থানীয় বই এর দোকানগুলোতে চড়ামূল্যে এ সব পাঠ্যপুস্তক বিক্রি হচ্ছে।

পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ক্ষেত্রে সরকারী ব্যর্থতা প্রসঙ্গে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা জানান যে গত জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে ও ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে দুই দফায় জেলায় ১ম ও ২য় শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য মোট প্রয়োজনের মাত্র পঞ্চাশ শতাংশ পাঠ্যপুস্তক এসে পৌঁছেছে। এখন জেলার বিভিন্ন থানায় তা পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে মাত্র। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তক থানায় থানায় বিলি করার কাজ এখনো শুরুই হয়নি।

পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ক্ষেত্রে এই সংকটের কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা চড়ামূল্যে স্থানীয় বইএর দোকানসমূহ থেকে বই কিনতে বাধ্য হচ্ছে।

সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর চেয়ে প্রাপ্ত বইয়ের সংখ্যা অনেক কম হওয়াতে বিনামূল্যে বই বিতরণ কর্মসূচী ব্যাহত হচ্ছে। এই জটিলতার কারণে বই বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে।

মহকুমার ৯টি থানাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যথাক্রমে ৮১২৭২ ও ৩৮৯৭৮ জন সহ মোট ১,২০,২৫০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। সেখানে প্রথম শ্রেণীর জন্য পাওয়া গেছে ৪৬.৬০১ সেট বই। দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য পাওয়া গেছে ২৯,৬৮৯সেট বই।

অপর দিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ প্রয়োজনের কম বই নিতে রাজী হচ্ছেনা। সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বই দিতে না পারলে এলাকাগুলোতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে এবং তারা নাজেহাল হবেন এই আশংকায় কেউ বই নিচ্ছেন না।

গৌরীপুর

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত পাঠ্যপুস্তক চাহিদার তুলনায় কম আসায় গৌরীপুর থানায় বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণে বিলম্ব দেখা দিয়েছে।

এই পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীতে থানার ৭৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭ হাজার ৯জন ও বেসরকারী ১৮টি বিদ্যালয়ে ২ হাজার ৫ শ' ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ২ হাজার ৩৯ জনকে বই বিতরণ করা হয়েছে। ২য়শ্রেণীতে সরকারী বিদ্যালয়ের ২ হাজার ৬শ' ৯৬ জন এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের ৬শ' ৪১ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৩ হাজার ২ শ' ৫২ জনকে বই বিতরণ করা হয় এবং ৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রী এখনো বই পায়নি। তৃতীয় শ্রেণীতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ হাজার ২শ' ৪৯ জন এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ে ৫২১ জনের মধ্যে ১ হাজার ১শ' ২৬ জনের মধ্যে বই বিতরণ করা হয়েছে এবং ২৫৪ জন ছাত্র-ছাত্রী এখনো বই পায়নি। ১ম শ্রেণীতে অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী থাকায় এখনো ৭ হাজার ৫শ' ছাত্রছাত্রী বই পায়নি বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে থানা শিক্ষা অফিসারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, গত ২রা ফেব্রুয়ারী তিনি বই গ্রহণ করেছেন এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের পূর্বেই বিনামূল্যে এইসব বই স্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে বিতরণ করেছেন এবং প্রধান শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বরাদ্দকৃত এইসব বই বিতরণ করেন। তবে বাকী বই বরাদ্দের ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।